Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা
PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা
MONTHLY
মাসিক
Vol : XIV Issue : X, 15th, January 2025. ১লা মাঘ, ১৪৩১, বার্ষিক মূল্য- ২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

প্রাচীনা পৃথিবী আরও একটু প্রাচীন হল। ঘরের দেয়াল থেকে পুরানো ক্যালেন্ডারকে সরিয়ে ঝকঝকে এক নবীন জায়গা করে নিল। চিরাচরিত প্রথায় পার্কস্ট্রীট– গোব্যারাক-চিড়িয়াখানা-ময়দান ও গঙ্গার তীরে সাহেব সেজে টুপি মাথায় নব্য বাঙালির মহা সমারোহে পুরাতনকে বিদায় ও নতুনকে আবাহন তো ছিলই, গত কয়েক বছেরর নব্য সংযোজন, অলিগলিতে বাজির তাণ্ডবে এবং ডিজে-এর কর্ণভেদী শব্দে বর্ষবিদায় ও নববর্ষ উপ্‌যাপন! কিন্তু আম-জানতার দাঁড়িপাল্লাটা দুঃখের দিকেই ঝুঁকে থাকবে।

গত বছরে তিন বিরল রাজনৈতিক এবং এক বিরল শিল্পপতিকে আমরা হারিয়েছি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সীতারাম ইয়েচুরির মৃত্যু শুধু যে বামপন্থী আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে তা নয়, ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক এবং মনুবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে সব দলের যৌথ আন্দোলনের গতিকে শ্লথ করে দিয়েছে। এঁদের সততা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সৌজন্যবোধ আপামর ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কারণ এই মানবিক মূল্যবোধগুলো আজকের রাজনীতিবিদদের মধ্যে দূরবীণ দিয়েও খুঁজে পাওয়া যায় না। মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী রূপে বিরল ভূমিকা নিতে না পারলেও, তিনি নিঃসন্দেহে ভারতের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ তথা অর্থমন্ত্রী। ভারতীয় অর্থব্যবস্থার অচলায়তনের দেওয়াল ভেঙ্গে খোলা হাওয়া বইয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁরই। মেধা, প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা ও মিতভাষীতার জন্য তিনি বিশ্বে প্রশংসিত। রতন টাটা ছিলেন সফল শিল্পপতি হয়েও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সাধারণ মানুষের ভাবনায় ভাবিত, মানবতাবোধে ঋদ্ধ এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

অগস্ট মাসটা ছিল ক্রান্তিকাল বা দ্রোহকাল। এই মাসেই আরজিকরের তরুণী ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুন বা খুন ও ধর্ষণ পশ্চিবঙ্গ তথা ভারত এমন কী বিদেশেও আলোড়ন ফেলেছিল এবং এখনও আলোড়িত করছে। ঘটনাটি একাধারে শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে দুর্নীতিকে উন্মোচিত করেছে এবং খুন ও ধর্ষণের প্রমাণকে লোপাট করার জন্য পুলিশ– প্রশাসনের সক্রিয়তাকে সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের পর্যন্ত শিহরিত করেছে। হায়! 'অভয়া' আজও বিচার পায়নি। উপরন্তু এটা নারীর মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের প্রশ্নকে আবার সামনে এনে দিয়েছে। এই অগস্টেই বাংলাদেশে শেখ হাসিনার পতনের পর, সম্প্রতি উপর্যুপরি সংখ্যালঘু নির্যাতন, ভারতীয় পতাকার পদদলন থেকে শুধুমাত্র হিন্দু পরিচয়ের জন্য বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হওয়ার ঘটনা আমাদের যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছে। অপরদিকে, এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্বদেশে উগ্র ইসলাম বিরোধী সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ জিগির আমাদের শঙ্কিত করছে।

আমাদেরও বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করতে হয়েছে। একাধিক সাথীকে আমরা হারিয়েছি, বিশেষ করে প্রাক্তন সম্পাদক দীপেশ মিত্রের মৃত্যুর অভিঘাত আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এই সংখ্যায় তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা জানিয়েছি। সংগঠনের কর্মধারা সামান্য হলেও বিস্তৃত হয়েছে। পত্রিকার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই ২০২৫-এর শুভেচ্ছা।

সাবিত্রীবাঈ ফুলে ও ফাতেমা শেখ

মুখতার খান

আমার বোনেদের আজকের পরিপূর্ণ হবার পিছনে যাদের অবদান আছে তারা হলেন আমার দুই মা, সাবিত্রীবাঈ ফুলে আর ফাতেমা শেখ। সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে আমার দুই মা নারীদের যে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন, সেটা যদি না হতো, তাহলে আজকেও আমার বোনেরা কেউ শিক্ষার আঙিনায় পৌঁছতে পারতো না। তাই বার বার আমি আমার দুই মাকে স্মরণ করি, প্রনাম করি।

আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে সাবিত্রীবাঈ ফুলে ও ফাতেমা শেখ নামে দুই ভারতীয় মহিলা সামিল হয়েছিলেন ভারতে নারী শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য। তারা শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের জন্য কাজ করেছিলেন। সমাজের বৈরিতা ও বিরোধিতার বিরুদ্ধে নারী ও দলিত সম্প্রদায়কে শিক্ষার পথে পরিচালিত করার পথিকৃৎ শিক্ষকদের স্মরণ করি।

সাবিত্রীবাঈ ফুলে ১৮৩১ সালের ৩ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার নাইগাঁওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯ বছর বয়সে জ্যোতিবা ফুলের বাল্যবধূ হয়েছিলেন, যিনি পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং বাড়িতে তাঁর স্ত্রীকে পড়া ও লেখার শিক্ষাও দিয়েছিলেন।

সাবিত্রী শীঘ্রই মারাঠি ও ইংরেজি পড়তে এবং লিখতে সক্ষম হন এবং তার স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সাবিত্রী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই দম্পতি চেয়েছিলেন পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মহিলারা শিক্ষার সুযোগ পান। তখন দলিত ও পিছিয়ে পড়া জাতিদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

জ্যোতিবা ও সাবিত্রীবাঈ মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু সমস্যা হল, আশপাশে কোনও মহিলা শিক্ষক ছিলেন না। সাবিত্রীবাঈ এই প্রকল্পের দায়িত্ব নেন এবং তিনি মিশনারি কলেজে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগ দেন।

এইভাবে, জ্যোতিবা এবং সাবিত্রীবাঈ ১৮৪৮ সালে পুনেতে প্রথম মহিলা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। মহিলাদের জন্য স্কুল চালানো সহজ কাজ ছিল না। প্রথমদিকে বাবা-মায়েরা তাদের মেয়েদের পাঠাতে রাজি ছিলেন না। তারা বিশ্বাস করত যে মেয়েদের শিক্ষিত করা পরিবারের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনবে। সাবিত্রীবাঈ সাহস হারাননি। তিনি মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন।

ফাতেমা শেখ মহারাষ্ট্রের পুনের এক সাধারণ মুসলিম পরিবারে ১৮৩১ সালে ৯ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রথম শিক্ষিত মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁর বড় ভাই উসমান শেখের সাথে থাকতেন। উসমান শেখ জ্যোতিবা ফুলের (মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে নামেও পরিচিত) বাল্যবন্ধু ছিলেন। নারী শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর ছিল খোলা মন। তাঁর প্রেরণাতেই ফাতেমা শিক্ষিত হয়েছেন। সাবিত্রীবাঈয়ের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে ফাতেমা শেখ তাঁর কাজে যোগ দেন। এই মহিলারা একসাথে বালিকা বিদ্যালয়ের ধারণায় এক নতুন উৎসাহ সঞ্চারিত করেছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে। ফাতেমা ও সাবিত্রীবাঈ খুব ভোরে উঠে বাড়ির কাজ শেষ করে স্কুলে সময় কাটাতেন। তাঁরা জ্যোতিবা এবং উসমান শেখের কাছ থেকে সমান সমর্থন পেয়েছিল। শুরুতে স্কুলে মাত্র

ছয়জন ছাত্রী ছিল। ধীরে ধীরে এই সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছিল তবে শহরের উচ্চবর্ণের সম্প্রদায় এটি পছন্দ করেনি এবং ফুলে পরিবারকে ধর্মগ্রন্থ লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছিল।

তা সত্ত্বেও সাবিত্রীবাঈ ও ফাতিমা শেখ তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। বিক্ষোভকারীরা জ্যোতিবার বাবা গোবিন্দরাওয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তাকে সমাজচ্যুত করার হুমকি দেয়। তিনি তাঁর ছেলেকে একটি বিকল্প দিয়েছিলেন- হয় স্কুল চালাও বা বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। পুনে শহরের কেউই এই দম্পতিকে সমর্থন করতে রাজি ছিল না। অভিজাত বর্ণের 'বয়কট গ্যাং' তাদের সামাজিক বয়কট কার্যকর করার চেষ্টা করে। সামাজিক বহিষ্কারের ভয়ে কেউ তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। ফুলে পরিবারকে বিশ্বাসঘাতক এবং ধর্মদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এখন মহাত্মা ফুলের ছোটবেলার বন্ধু উসমান শেখ দেবদূত হয়ে এগিয়ে আসেন। উসমান শেখ ফুলে পরিবারকে তাদের ব্যক্তিগত খামারে স্থান করেদেন। শেখ পরিবার কেবল সাবিত্রীবাঈ এবং জ্যোতিবাকে সমর্থন করেনি, স্কুল চালানোর জন্য তাঁদের বাড়ির একটি অংশও দিয়েছিল।

এভাবে ফাতেমা শেখের বাড়ি থেকে একটি বালিকা বিদ্যালয় চালু হয়। উসমান শেখ এবং ফাতেমাও তাদের সম্প্রদায়ের বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। সাবিত্রীবাঈয়ের মতো ফাতেমা শেখকেও অশুভ বলা হত। দুজনকেই কটূক্তি ও মৌখিক গালিগালাজ করা হত; লোকজন তাদের গায়ে কাদা ও গোবর নিক্ষেপ করত। তবে ফতেমা শেখ ও সাবিত্রীবাঈ ছিলেন নির্ভীক; তাঁরা নীরবে নির্যাতন সহ্য করেছেন। ১৮৫০ সালে অবশেষে পুনের দ্য নেটিভ ফিমেল স্কুল নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।

শীঘ্রই তাঁরা পুনে শহরের আশেপাশে ১৮টি স্কুল খোলে। সেই সময় দলিত ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার কনো ব্যবস্থা ছিল না। মহাত্মা ফুলে 'দ্য সোসাইটি ফর দ্য প্রোমোটিং এডুকেশন অফ মাহার অ্যান্ড মাং' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এইভাবে মহিলাদের পাশাপাশি সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য একটি স্কুল শুরু করেছিলেন।

ফাতেমা শেখ প্রথম মুসলিম নারী যিনি মুসলিম নারী ও বহুজন সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য কাজ করেন। আজ থেকে ২০০ বছর আগে একজন মুসলিম নারীর পক্ষে ঘরের চার দেয়ালের বাইরে এসে এমন সামাজিক কাজ করা ছিল এক বিরাট সাহসী কাজ।

ফাতেমা শেখ শুধু সাবিত্রীবাঈয়ের মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাননি, সংকটেও তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সাবিত্রী বাঈয়ের অনুপস্থিতিতে স্কুল প্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব সামলাতেন ফাতেমা শেখ। স্কুলে ভর্তির হার বেড়েছে। লেখাপড়া শেষ করে অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে পাঠদানও শুরু করেন।

ধীরে ধীরে সাবিত্রবাঈ তাঁর সামাজিক কাজের প্রসার ঘটান। বাল্যবিবাহের কারণে সে সময় প্রচুর যুবতী বিধবা ছিল। তাছাড়া সমাজ থেকে একঘরে হয়ে পড়া সিঙ্গেল মাদারদের আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ১৮৫৩ সালের ২৮ জানুয়ারি মহাত্মা ফুলে ও সাবিত্রীবাঈ এই ধরনের নির্যাতিত মহিলাদের জন্য 'বাল হত্যা প্রতিবন্ধক গৃহ' নামে একটি আশ্রম খোলেন। দেশে মহিলাদের জন্য এ ধরনের আশ্রম এই প্রথম।

এই আশ্রমে মহিলাদের ছোটখাটো কাজ শেখানো হত এবং তাঁদের সন্তানদের দেখাশোনা করা হত। বড় হয়ে তাদের স্কুলে ভর্তি করানো হয়। একদিন কাশীবাঈ নামে এক অবিবাহিত গর্ভবতী মহিলা আশ্রমে আসেন।

সাবিত্রীবাঈ তাঁকে সমর্থন করেন এবং পরে ফুলে দম্পতি কাশীবাঈয়ের সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে দত্তক নেন। । সাবিত্রীবাঈ তাঁকে সফল চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ডঃ যশবন্ত নামে পরিচিত।

১৮৯৬ সালে মুম্বাই ও পুনেতে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে। সাবিত্রীবাঈ মানুষের সেবা করছিলেন এবং এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৮৯৭ সালের ১০ মার্চ তিনি পরলোকগমন করেন।

সাবিত্রীবাঈ এবং ফাতেমা শেখ লক্ষ লক্ষ মহিলার জীবনে শিক্ষা ও জ্ঞানের শিখা জ্বালিয়েছিলেন। তাঁরা দলিত ও মহিলাদের সম্মানজনক জীবনের পথ দেখিয়েছেন। মহাত্মা ফুলে, সাবিত্রীবাঈ এবং ফাতেমা শেখের মতো মহান ব্যক্তিদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের জন্য মহিলারা আজ প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছেন, আগের চেয়ে আরও স্বাধীন।

[সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচারিত মুখতার খান-এর লেখাটি সম্পাদক দ্বারা সম্পাদিত]

অনন্ত সৌন্দর্যের মাঝে বাধানগিরি

সমীর কুমার ঘোষ

দেখতে দেখতে এক সময় পৌঁছে যাই পাহাড় শীর্ষে বাধানগিড়ি মন্দিরে (৭,৫০০ ফুট)। মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে বিস্ময়াবিভূত হয়ে যাই, দেহ মন সব যেন আবিষ্ট হয়ে যায়, চোখের পলক ফেলতে দেয়না গিরিরাজ। গোয়ালদাম থেকে পাহাড়ের গা থেকে নীচে নেমে গেছে পিন্ডার উপত্যকায়। নদীর ওপারে উঠেছে স্তরে স্তরে শৈলেশ্রেণী। একের পিছনে এক মাথা তুলে তীব্র প্রতিযোগিতায় সামিল হয়েছে নগরাজ। সব শেষে, যেন আকাশ ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেত শুভ্র শিখররাজি। অপলক নয়নে শুধু তাকিয়ে থাকি সম্মুখপানে। দেখি নন্দাদেবী, ত্রিশূল ও নন্দাঘুন্টি পর্বতমালাকে।

ত্রিশূলকে এখান থেকে দেখা যায় তিন চূড়ার এক বিরাট পর্বত শৃঙ্গ। কাক ওড়া দূরত্বে মাত্র বারো মাইল দূরে। দেখে মনে হয় যেন প্রকৃতি রাণী রজতশুভ্র একটি অতিকায় ত্রিশূল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করে রেখেছেন। এর তিনটি ফলক যেন ধরিত্রী থেকে উঠে আকাশ বিদীর্ণ করছে।

মন্দিরের পুরোহিতের ডাকে সম্বিৎ ফেরে। বলেন– পুজোর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমাদের ডাকেন, ছোট্ট সাদা মাটা মন্দির। গর্ভগৃহে অধিষ্টান করছেন দক্ষিণা কালী, দেবী ভগবতী (দুর্গা) পাশে রয়েছেন দেবাদিদেব মহাদেবের স্বয়ম্ভু লিঙ্গ। নীল আকাশের নীচে এক মনোরম পরিবেশে পাহাড় শিরে গড়া হয়েছে মন্দিরটি। মন্দিরটি মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে ভক্তদ্বারা উৎসর্গীকৃত অসংখ্য ছোট বড় ঘন্টায় ঘেরা। যতদুর যানা যায় মন্দিরটি কর্তুরী রাজাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল কয়েকশো বছর পুর্বে। মন্দিরের পাশেই পূজারীদের থাকার ব্যবস্থা। কোনো ভক্ত রাত্রিযাপন করতে চাইলে পুরোহিত ব্যবস্থা করে দেন। জল কষ্ট আছে, আর রেশন নিজেকেই আনতে হবে। মন্দিরের আশপাশে অতীতের ভগ্ন দুর্গের ভগ্ন প্রাকার এখনও চোখে পড়ে।

ভগ্ন দুর্গের প্রাচীর আর অতীতের ছেঁড়া পাতার বিবর্ণ ইতিহাস ঘেঁটে যতটুকু জানা যায়, অতীতে এই সমস্ত অঞ্চলে প্রায়শই বিভিন্ন কারণে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। গাড়োয়াল শ্রীনগরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা মহাপতি শা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক ও প্রজাবৎসল। তাঁর রাজত্বকালে প্রজারা সুখস্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করতেন। রাজার মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর দুলারাম ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন, ইনি ছিলেন অত্যন্ত শঠ ও ধূর্ত প্রকৃতির নৃপতি। এদিকে জোসিমঠ অঞ্চলের কতুরী রাজাদের সঙ্গে জাতিগত কারণে গাড়োয়াল রাজাদের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। আবার বাধানগিরি রাজারা ছিলেন গাড়োয়াল রাজার অধীনে। সেই সুবাদে কতুরী রাজাদের সঙ্গে বাধানগিরি রাজাদের সম্পর্ক ছিল খুব ভাল। তবে, কতুরী রাজা সুখলাল দেও-এর সঙ্গে কুমায়ুনের চাঁদ রাজা রুদ্রচাঁদের তেমন সুসম্পর্ক ছিলনা। উভয় উভয়ের প্রতি সদা সর্বদা বৈরি মনোভাব পোষণ করতেন এটা চতুর দুলারাম বিলক্ষণ জানতেন। দুলারাম কতুরী রাজা সুখলালের বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত করে কুমায়ুনের চাঁদ রাজাদের যুদ্ধে প্ররোচিত করতে নানাভাবে ইন্ধন যোগাতেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে বাধানগিরির রাজাকে ভয় দেখিয়ে শায়েস্তা করা এবং ওই সঙ্গে গাড়োয়াল বিজয়ের জন্য কুমায়ুনের চাঁদ রাজার সঙ্গে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পারখু নামে এক দুর্দ্ধর্ষ সেনানায়ককে যুদ্ধে পাঠান। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত পারখুর সেনাবাহিনী বাধানিগরি রাজার হাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং পরাজিত সেনাপিত পারখু বিনায়কধারে মৃত্যু বরণ করেন। এই ঘটনায় গাড়েয়াল রাজা খুশী হয়ে বাধানগিরি রাজাকে পুরস্কৃত করেন। যুদ্ধে কতুরী রাজা সুখলাল বাধানগিরি রাজাকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। ঘটনা পরম্পরায় চাঁদরাজা রুদ্রচাঁদ অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে নিজে এক বিশাল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে কতুরী রাজা সুখলালকে শায়েস্তা করার জন্য আক্রমণ করেন। প্রচন্ড সংগ্রামের পর সুখলাল বন্দী হন। পরে বদলা নিতে রাজা সুখলাল বা সুখল দেওকে চাঁদ রাজা হত্যা করে তাঁর পরিবারবর্গকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে কতুরী রাজপাঠ দখল করেন। যতদূর জানা যায়, অতীতে এই সকল ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে প্রায়শই ছোটোখাট বিভিন্ন কারণে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকত। ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি সদা সর্বদা উত্তপ্ত থাকত। কথায় বলে– রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়। ঘন ঘন যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে গ্রামের সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ঘরবাড়ি, চাষাবাদ ছেড়ে শান্তির জন্য অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হত। তখন এদের দুর্ভোগের আর অন্ত থাকত না।

মা ভগবতী, দক্ষিণা কালী ও শিবশম্ভুর চরণে পুষ্পার্ঘ নিবেদনের পর নীল আকাশের নিচে মন্দির অঙ্গনের রকে বসে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যে মাঝে দ্বিপ্রাহরিক আহার পর্ব সারি। আহারের ব্যবস্থা গোয়ালদাম থেকে করে এনেছিলাম। আহারান্তে একটু বিশ্রাম। এ সময় পুরোহিত ঠাকুর বাধানগিরির অবস্থানগত গুরুত্বের কথা শোনাল ও ঘুরিয়ে দেখান মন্দিরের এক দিকে কুমামুন হিমালয় ও অপরদিকে গাড়োয়াল হিমালয়। এদিকে দেখতে দেখতে বিকাল হয়ে আসে। শীতের বেলা তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নামে। নিচে নামার কথা উঠতে পুরোহিত বলেন– তোমরা এ্যাতক্ষণ রইলে, আর একটু যদি থাক, তাহলে সূর্যাস্তের অপরূপ রংয়ের খেলা দেখতে পাবে ত্রিশূল পর্বত চূড়ায়। তাঁর কথায় দুর্লভ দর্শনের লোভ সামলাতে পারিনা, থেকে যাই খানিকক্ষণ। কিছুপরে, অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণ এসে পড়ে নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূলের চূড়ায়। দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে লালের শোভা। কে যেন আকাশ

থেকে সমগ্র পর্বতমালায় ছড়িয়ে দিয়েছে ফাগ রং। সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখি পটে আঁকা ছবির মত তরঙ্গায়িত পর্বতমালার গাছের সবুজ পাতা যেন কোন যাদুবলে লালে লাল হয়ে গেছে। অস্তযান ঢলে পড়া সূর্যের শেষ আভার স্পর্শ লাগে সর্বত্র। নীচে ঘন বনের সীমান্তও ভরে ওঠে উজ্জ্বল সিঁদুর রেখায়। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি পাহাড় শীর্ষের নিরীড় বনভূমির অপরূপ সান্ধ্যশোভা। এই অপূর্ব রংয়ের খেলা চাক্ষুষ করতে পেরে আমি ধন্য। ঘরে ফেরার কথা মনে থাকে না। এদিকে বিবি তাগাদা দেয় নীচে নামার, বলে অন্ধকার নেমে এলে বনপথে চলতে অসুবিধা হবে। ঠিকই তো। সুতরাং এখনই নামতে হবে। নিতান্ত বাধ্য হয়ে নেমে আসি এক অপরুপ স্বপ্নরাজ্য থেকে।

বাৎসরিক বনভোজন

৩১শে জানুয়ারি, ২০২৫
শুক্রবার, সকাল– ৮টা
'মোহনার দিকে গার্ডেন'
রায়পুর রোড, নোদাখালী
দঃ ২৪ পরগনা
– চাঁদা –
জনপ্রতি ৬০০ (ছয়শত) টাকা

নীল কুয়াশায়

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘাসের ওপর নীল কুয়াশা ঝরে
অন্ধকারে জোনাকিরা খেলা করে
তারও পরে নীল চাঁদ ওঠে আকাশে
জ্যোৎস্না ঝরে নীল কুয়াশায়, ঘাসে

চাঁদনিরাতেই যত হৃদয়ের খেলা
সবুজ ঘাসে বিছানো নীল কুয়াশায়
তারাভরা রাতের আকাশে দেখা
চাঁদনী রাতের নিবিড় ভালোবাসায়

মাঝসমুদ্রে জলের অতল আহ্বান
জোনাকিরা ঝিকিমিকি আঁধারে ভালোবেসে
সপ্তপর্ণী নাওয়ে আসমুদ্র দোলা
জোনাকির সাথে, নীল কুয়াশায় ভেসে

ভালোবাসার রাত দীপ্ত, অশান্ত জ্বলে
তারও পরে নীল চাঁদ ওঠে আকাশে
নীল জ্যোৎস্নার বুকে ঢলে পড়ে চাঁদ
চাঁদনী রাতে, নীল কুয়াশায়, ভালোবেসে।

দীপেশ মিত্র স্মরণে

গৌতম রায়চৌধুরী

আমাদের প্রাক্তণ সম্পাদক ও আজীবন কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য দীপেশ মিত্র গত ২৯ নভেম্বর ২০২৪, দুর্গাপুরে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন। মৃত্যুকালে পাশে ছিল তাঁর প্রিয় ভাই-বোনেরা। তিনি শুধু কণ্যা, সহধর্মিনী ও পরিজনদের রেখে যাননি, পড়ে রইলো স্মৃতিবিজড়িত অগণিত কমরেড এবং গুনমুগ্ধ অনুজরা।

গ্রাম বাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) প্রাণচঞ্চল এক যুবক কলকাতা ময়দানে ফুটবল নিয়ে মেতে ছিল। জীবিকার জন্য আনোয়ার শাহ রোডস্থিত জয় কারখানায় যোগ দিলেন। মার্কসবাদে দীক্ষিত হলেন। তৎকালীন শ্রমিক নেতা বিমল চ্যাটার্জী, হরিদাস মালাকার, রমেন সেন প্রমুখের সাহচর্য এবং ঐতিহাসিক ধর্মঘটের অভিঘাত তাঁকে এক সংগ্রামী নেতায় পরিণত করল। দৃঢ়তা, মালিকের চক্রান্তের বিরুদ্ধে অনমনীয়তা, সহজ-সরল জীবনযাত্রা এবং অমায়িক ব্যবহার জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কমরেডদের কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। আনোয়ার শাহ রোডের কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার পর, বিমল চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বেথুন ইন্সটিটিউটের জন্মলগ্ন থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। পরবর্তীকালে সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। শরীরিক অসুস্থতার কারণে সেই দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পেলেও, আমরা তাঁকে ছাড়তে পারিনি। কার্যকরী সমিতির অন্যতম প্রধান এক সদস্য রূপে সংস্থার যে কোনো কাজে, সংকটে তাঁর প্রজ্ঞা আমাদের পথ দেখিয়েছে, তাঁকে হারিয়ে সংস্থার ক্ষতি তো হলই, ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষতি অপূরনীয়। দীপেশদা চিরকাল আমাদের মধ্যে থাকবেন।

আমাদের দাদা

প্রয়াত হলেন বর্ণময় চরিত্রের সেই মানুষটি– দীপেশ চন্দ্র মিত্র। তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী ঢাকা- মানিকগঞ্জ নিবাসী দীনেশ চন্দ্র মিত্রের মধ্যম পুত্র। জন্ম- পিতার কর্মস্থল অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলার উলিপুরে। বাংলা ১৩৪৮ সনের ৮ই বৈশাখ, ইংরাজি ১৯৪১ সনের ২৩শে এপ্রিল ব্রাহ্ম মূহুর্তে।

ছোটবেলা থেকেই দীপেশ ছিলেন অসম সাহসী, ডানপিটে, পরোপকারী। প্রাণখুলে হাসতে পারতেন। গলা ছেড়ে গাইতে পারতেন। আবার ভাই-বোনেদের শাসনও করতেন।

পাঁচ বছর বয়সে তিনি আক্রান্ত হন কঠিন পোলিও রোগে। সুচিকিৎসায় সুস্থতা লাভ করেন– এতটাই যে, বড় হয়ে তিনি খ্যাতিলাভ করেন দলের অপরিহার্য্য ফুটবল খেলোয়াড় রূপে। ও-দেশ থেকে ভারতে এসে যোগ দেন কলকাতার এরিয়ান ক্লাবে। একই সঙ্গে পড়াশুনা চলতে থাকে যোগেশচন্দ্র কলেজে।

কালক্রমে তিনি আকৃষ্ট হন মার্কসবাদের প্রতি। ইতিমধ্যে রুটি রোজগারের জন্য কর্মসূত্রে যোগ দেন জয় ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায়। মার্কসবাদে দীক্ষিত তিনি সেখানেও এক বর্ণময় চরিত্র। সমাজ কল্যানে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য্য। কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার পাশাপাশি জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে দেশের শ্রমিক আন্দোলনের পরীক্ষিত নেতৃত্বের সহায়তায় ২০০৫ সনের ১৩ মার্চ বেথুন ইন্সষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত

হওয়ার পর থেকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। পরবর্তীতে কিছুদিন সংস্থার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। আমৃত্যু সংস্থার সহ-সভাপতি ছিলেন। ভালোবাসতেন মানুষকে, সমাজকে আর নিজের পরিবারকে। কর্তব্যে ছিলেন অবিচল-আমৃত্যু।

সেই বর্ণময় চরিত্রের অবসান হল– চলতি বছরের ২৯ নভেম্বর, বাংলা ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সালে সজ্ঞানে অমৃতযোগে।

হতভাগ্য ভাই-বোন

২২/১০/১৯৪৩ - ০১/০১/২০২৫

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের বহুদিনের সাথী, কলকাতার মহেন্দ্রনাথ সেন লেন নিবাসী,

প্রদীপ কুমার দাস

গত ১ জানুয়ারি, ২০২৫ প্রয়াত হয়েছেন। শোক সন্তাপ্ত পরিবারকে আমাদের তরফ থেকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস ষ্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডা. উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা

২) ডা. মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - বুধবার সন্ধে ৬টা

৩) ডা. কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) - মঙ্গলবার বিকেল ৫টা

৪) ডা. সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) - বুধবার সন্ধে ৭টা

৫) ডা. সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা

৬) ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা

৭) অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম ও বৃহঃ সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা

যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam RoyChowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam RoyChowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in